কালের কণ্ঠ

তারিখ 18 JUN 2017

চবির ২৯৫ কোটি টাকার বাজেট

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

চলতি অর্থবছরের (২০১৭-১৮) জন্য ২৯৫ কোটি ২০ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। গতকাল শনিবার দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে বাজেট ঘোষণা করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিনেট অধিবেশনে বাজেট ঘোষণা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. কামরুল হুদা।

ড. কামরুল হুদা বলেন, '২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কাছ থেকে ৪১২ কোটি ৮২ লাখ টাকা চাওয়া হয়েছিল। ইউজিসি থেকে পাওয়া গেছে ২৭৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ আয় ধরা হয়েছে ২০ কোটি ৫০ লাখ টাকা।'

নারিকেলগাছ লাগিয়ে অর্থসংস্থানের পরামর্শ এমপি বাদলের

গত অর্থবছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধিত বাজেট ছিল ২৭৭ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

বরাবরের মতো এবারও বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ রাখা হয়েছে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন খাতে। এবার ধরা হয়েছে ১৯১ কোটি ৮০ লাখ টাকা, যা গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ছিল ১৮৫ কোটি ৩০ লাখ টাকা। শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য এই খাতে ১১ কোটি ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা গত বছরে সংশোধিত বাজেট ছিল ছয় কোটি ৮৩ লাখ টাকা।

এ ছাড়া শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন ভাতা ৫২ কোটি ৪৫ লাখ টাকা, শিক্ষা ও আনুষঙ্গিক খাতে ১৯ কোটি ৫১ লাখ টাকা, সরবরাহ ও সেবা (সাধারণ) খাতে ১৭ কোটি ৫১ লাখ টাকা, মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন খাতে তিন কোটি ৩৪ লাখ টাকা এবং মূলধন মঞ্জুরি (সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়) খাতে ছয় কোটি ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. শিরীন আখতার, সংসদ সদস্য মইন উদ্দিন খান বাদল, ডিন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. সিকান্দার চৌধুরী, সিনেট শিক্ষক প্রতিনিধি ও শাহজালাল হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক সুলতান আহমদ, প্রক্টর আলী আজগর চৌধুরী, অধ্যাপক সিরাজ উদ দৌল্লাহসহ সিনেট সদস্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সিনেট সদস্যদের বক্তব্যপর্বে সংসদ সদস্য মঈন উদ্দিন খান বাদল বলেন, বাজেটের জন্য সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পাঁচ হাজার নারিকেলগাছ লাগিয়ে অর্থের চাহিদা মেটানো যায়।

মঈন উদ্দিন খান বাদল বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছ থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিমাণ অর্থ চেয়েছিল পেয়েছে তার অর্ধেক। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদার তুলনায় বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ অপ্রতুল। তাই বলছি, আর কত সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক জায়গা খালি পড়ে আছে। এসব জায়গায় নারিকেলগাছ লাগান। পাঁচ হাজার গাছ লাগিয়ে একটি গাছ থেকে যদি ৯ হাজার টাকাও পান তাহলে অনেক টাকা হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে সংসদ সদস্য বাদল বলেন, 'আমার বাড়িতে নতুন প্রজাতির একটি নারিকেলগাছ লাগিয়েছি। যেখানে ১০০ থেকে প্রায় ১৫০টি নারিকেল ধরে। এ রকম নারিকেলগাছ লাগাতে পারেন। এতে যারা গরিব পরিবার রয়েছে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।'

সংসদ সদস্য বাদলের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে অন্য এক সিনেট সদস্যও উপাচার্যকে এ ধরনের উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন। উপাচার্য ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী বিষয়টি নিয়ে কাজ করবেন বলে আশ্বাস দেন।